

Surname		Other Names	
Centre Number		Candidate Number	
Candidate Signature			

For Examiner's Use

General Certificate of Education
June 2007
Advanced Subsidiary Examination



BENGALI
Unit 1 Responsive Writing

BEN1

Monday 21 May 2007 9.00 am to 12 noon

<p>For this paper you must have:</p> <ul style="list-style-type: none"> the text for Section 1 on an insert (enclosed).

Time allowed: 3 hours

Instructions

- Use blue or black ink or ball-point pen.
- Fill in the boxes at the top of this page.
- Answer **all** questions.
- Do all rough work in this book. Cross through any work you do not want to be marked.

Information

- The maximum mark for this paper is 100.
- The marks for questions are shown in brackets.
- You must **not** use a dictionary at any time during this examination.
- You should note that the quality of your written language in both Bengali and English will be taken into account when awarding marks.
- If you need extra paper, use the Additional Answer Sheets.
- This unit is divided into three sections.

Section 1 40 marks
Section 2 15 marks
Section 3 45 marks

Advice

- You should try to use your own words as much as possible and to write as accurately and neatly as possible.

For Examiner's Use			
Section	Mark	Section	Mark
1			
2			
3			
Total (Column 1)		→	
Total (Column 2)		→	
TOTAL			
Examiner's Initials			

১ বিভাগ

১. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। উত্তর দেওয়ার সময়ে “মামার বাড়ি” লেখাটির কোনো অংশ হুবহু উদ্ধৃত করবে না।

ক. ছোটো মামার পেশা কি?

.....
(1 mark)

খ. মামার থাকার জায়গাটা কেমন? (তিনটি বিষয় লেখো।)

.....
.....
.....
(3 marks)

গ. লেখকের পরিবার সম্পর্কে কি বলা হয়েছে। (দুটি বিষয় লেখো।)

.....
.....
(2 marks)

ঘ. লেখক কিভাবে দেশী ও বিদেশী কেনাকাটার তুলনা করেছেন? বাংলাদেশের দুটি এবং বিদেশের দুটি উদাহরণ দাও।

বাংলাদেশের দুটি

.....
.....

বিদেশের দুটি

.....
.....
(4 marks)

ঙ. বিকালে লেখক কিভাবে সময় কাটাতেন? (তিনটি বিষয় লেখো।)

.....

.....

.....

(3 marks)

13

২. 'মামার বাড়ি' গল্পটায় ছোটোমামার বাড়িটাকে কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে? তোমার নিজের ভাষায় ৫টি বাক্য লেখো।

ক.

.....

খ.

.....

গ.

.....

ঘ.

.....

ঙ.

.....

(5 marks)

5

Turn over for the next question

Turn over ►

৩. “মামার বাড়ি” গল্পটিতে ব্যবহৃত নিচের বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে পরিণত করো। তারপর সেই বিশেষ্য দিয়ে বাক্য তৈরি করো।

	বিশেষণ	বিশেষ্য	বাক্য
উদাহরণ	পাহাড়ী	পাহাড়	দুই পাহাড়ের মাঝখানের রাস্তাটা অনেক দূরে চলে গেছে।
ক.	আবাসিক		
খ.	বিশিষ্ট		
গ.	ব্যবসায়ী		
ঘ.	প্রয়োজনীয়		
ঙ.	শান্ত		

(5 marks)

5

৪. “মামার বাড়ি” গল্পটির তথ্য অনুযায়ী নিচের বাক্যগুলি সত্য, মিথ্যা, নাকি এই লেখায় এসব বাক্যের কোনো উল্লেখ নেই? ঠিক ঘরে টিক (✓) দিয়ে দেখাও:

	বাক্য	সত্য	উল্লেখ নেই	মিথ্যা
ক.	ছোটো মামা একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী।			
খ.	লেখক ছোটো মামার সঙ্গে ছুটি কাটাতে গিয়েছেন।			
গ.	গোলাপ বাগানের ঝাড় থেকে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিলো।			
ঘ.	লেখকের ঘুম ভাঙতো দুধওয়ালার ডাকাডাকিতে।			
ঙ.	ছোটোমামার দোতলার বড়ো শোবার ঘরটা লেখককে মুগ্ধ করেছে।			
চ.	পাহাড়ী ঝর্না গিয়ে মিশেছে পাহাড়ের নিচে বয়ে যাওয়া নদীর বুকে।			
ছ.	সূর্য ডোবার সময়ে তপু গুনগুনিয়ে গান করতো।			

(7 marks)

7

৫. নিচে মাঝখানকার কলামে যে-সব শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি আছে, “মামার বাড়ি” গল্পে ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি দিয়ে সেগুলি বদল করো। কিন্তু এমনভাবে বদল করবে, যাতে অর্থের কোনো পরিবর্তন না হয়। নিচে প্রথমে একটি উদাহরণ দেওয়া আছে।

	শব্দ / শব্দ-সমষ্টি	“মামার বাড়ি” গল্পে ব্যবহৃত শব্দ / শব্দ-সমষ্টি
উদাহরণ	পরিপাটি	ছিমছাম
ক.	নির্জন	
খ.	আসা-যাওয়া	
গ.	যে রূপের তুলনা নেই	
ঘ.	যে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিক্রি করে	
ঙ.	প্রতিদিন	

(5 marks)

5

৬. নিচে দ্বিতীয় কলামে যে-শব্দগুলি আছে, সেগুলির বিপরীত শব্দ লেখো। তারপর সেই বিপরীত শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করো। বিপরীত শব্দগুলি “মামার বাড়ি” গল্প থেকে নেওয়ার দরকার নেই। প্রথমে একটি উদাহরণ দেওয়া আছে।

	শব্দ	বিপরীত শব্দ	বাক্য
উদাহরণ	ছোটো	বড়ো	বড়ো দোকানে বাজার করতে আমার ভালো লাগে।
ক.	ঘন		
খ.	মিষ্টি		
গ.	খোলা		
ঘ.	টাটকা		
ঙ.	প্রশ্ন		

(5 marks)

5

Total

40

Turn over ►

২ বিভাগ

৭. নিচের লেখাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করো।



প্রিয় বেলাল,

তোমার ই-মেইল পেয়েছি। তুমি আগামী গরমের ছুটিতে লন্ডনে বেড়াতে আসবে শুনে খুশি হলাম। তোমার আসার তারিখ, সময় ও ফ্লাইট নম্বর জানিয়ে আমাকে ই-মেইল করবে। আমি এয়ারপোর্টে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো। তোমার থাকার ব্যবস্থা আমাদের বাড়িতে করেছি। তুমি সকালে ও রাতে কি খাও? কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা চাও কিনা, তাও জানাবে। আমি তোমাকে আমার পরিবারের সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকতে তোমার ভালো লাগবে। তুমি এখানে এসে কি কি করতে চাও? তোমার ছুটির একটা প্ল্যান ই-মেইলের সঙ্গে জুড়ে দিও। তোমার পরীক্ষা কেমন চলছে? পরীক্ষার পর কি করবে? আমি একটা পার্টটাইম চাকরি খুঁজবো। এতে আমার হাত খরচের পয়সা জোগাড় হবে। লেখাপড়া এবং ঘুরে বেড়ানোর কাজেও সাহায্য হবে।

পলা

(15 marks)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

There are no questions printed on this page

There are no questions printed on this page

Insert

Text for use with **Section 1**

মামার বাড়ি



নিচের লেখাটি পড়ে নির্দিষ্ট জায়গায় প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:

গত রাতেই শান্তাহারে ছোটো মামাদের ওখানে এলাম। মামা একজন ইনজিনিয়ার। মামা স্টেশন থেকে তাঁর নিজের গাড়িতে করে আমাদের নিয়ে এলেন। শান্তাহার একটি ছিমছাম ও নিরিবিলি পাহাড়ী এলাকা। পাহাড়ের গা ঘেঁষে রয়েছে কাঠের ছোটো ছোটো কুটীর। রাস্তাঘাটে কোনো যানজটের বামেলা নেই। পরীক্ষার পর গরমের ছুটি কাটাতে লন্ডন থেকে প্রথমে ঢাকায় নানার বাড়িতে এসেছি। ধানমন্ডীর কোলাহল-মুখর আবাসিক এলাকায় নানার তিনতলা বিলাসবহুল বাড়ি। নানা একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। আমরা লন্ডনের সবচেয়ে ব্যস্ত এবং ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার একটি বহুতল-বিশিষ্ট ফ্ল্যাট-বাড়িতে থাকি। বাবা সেখানে সরকারী চাকরি করেন। মা স্কুলের শিক্ষিকা। আসার আগে থেকেই মনস্থির করেছি যে, এবারের ছুটিটা ছোটো মামাদের সঙ্গেই কাটাবো।

গাড়িটা একটা বাংলা প্যাটার্নের দোতলা বাড়ির সামনে হর্ন দিতেই দারোয়ান লোহার গেটটা খুলে আমাদের সালাম দিলো। গেটের পাশের মাধবীলতার ঝাড় থেকে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিলো নাকে। গাড়ি-বারান্দার সিঁড়িতে হাসিমুখে অপেক্ষা করছিলেন মামী, মামাতো ভাইবোন – তমাল আর তপু। মামাবাড়ির পেছনের দিকে পাহাড়। এ বাড়ির যে জিনিসটা আমাকে মুগ্ধ করেছে, তা হলো পাহাড়ী রাস্তার দিকের দোতলার কাঠের বারান্দা। দক্ষিণমুখী শোবার ঘর থেকে বেরিয়েই বারান্দা। সেখানে দাঁড়িয়ে পেছনের খোলা ছাদটা চোখে পড়ে। সেখানে দাঁড়ালেই দেখতাম রাস্তার দু পাশের ঝাউ গাছের সারি, বিচিত্র মানুষের আনাগোনা, গেটের ডান দিকের মাধবীলতার ঝাড় আর গাড়ি-বারান্দার সামনের গোলাপ ফুলের বাগান।

সকালে ঘুম ভাঙতো ফেরিওয়ালাদের হাঁক-ডাকে। ঠেলাগাড়িতে করে টাটকা শাক-সবজি, মাছ, ডিম এবং মাংস থেকে শুরু করে দৈনন্দিন ব্যবহারের প্রায় সব জিনিসই ওরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিক্রি করে। বিশেষ অবাক হতাম যখন দেখতাম বাড়ির গিল্লীরাই দরদাম করে প্রায় অর্ধেক দামে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নিতেন। পুরুষদের আর বাজারের থলি হাতে বড়ো বাজারে যেতে হতো না। বিদেশে এভাবে কেনাকাটা হয় না। কাছাকাছি কোনো সুপার-মারকেট থেকে নির্ধারিত মূল্যে জিনিসপত্র কিনতে হয়। তবে 'সেইলের' সময় বড়ো বড়ো দোকানগুলিতে বিশেষ মূল্যে হ্রাস দেওয়া হয়, তাও নির্ধারিত মূল্যে। দর কষাকষির কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

পাহাড়ের গা-ঘেঁষে নেমে আসা স্ফটিকের মতো ঝর্ণা গিয়ে মিশেছে শান্ত নদীর বুকে। পড়ন্ত বিকেলের রোদে ক্যামকর্ডারটা গলায় ঝুলিয়ে তমাল ও তপুর সঙ্গে চলে যেতাম পাহাড়ী ঝর্ণার অপকল্প দৃশ্য ক্যামকর্ডারের ছোট্ট পর্দায় বন্দী করতে। টুকটুকে লাল সূর্যটা পাহাড়ের ওপারে হারিয়ে যেতেই সবাই মিলে নদীর পাড়ে ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসতো। ঠিক তখনই তপু গলা ছেড়ে গাইতো, 'শান্ত নদীটি, পটে আঁকা ছবিটি।'